হরিনাকুন্ডতে সড়ক পুনর্নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুর সাধুহাটি-তৈলটুপি লালন সড়কের পুনর্নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থী, ইজিবাইক শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ।

সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলার দোয়েল চত্তর মোড়ে এই মানববন্ধন হয়। প্রায় দুই কিলোমিটার সড়ক জুড়ে মানববন্ধনে ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে তারা সড়কটির দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবি জানান তারা।

মানববন্ধণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হরিনাকুন্ড পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন।মেয়র ফারুক হোসেন বলেন, প্রায় দেড় বছর আগে টেন্ডার হয়েছে। নানা টালবাহানা করে ঠিকাদার কাজ শুরু করছেন না। বেহাল সড়কে মানুষের ভোগান্তি ক্রমেই বাড়ছে। তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট সড়কটির দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবি জানান।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, শহরের শিশুকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী অভিজিৎ সাহা,ইজিবাইক শ্রচালক মানিক হোসেনসহ অন্যান্যরা।

উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, শহরের দোয়েল চত্তর মোড় থেকে তৈলটুপি পর্যন্ত সড়কটির দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার। ২০০০ সালে এর কার্পেটিংয়ের কাজ হয়। এর মধ্যে ২০১৯ সালে তৈলটুপি পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার কার্পেটিং হয়। ২০২১ সালে বাকি সাড়ে বারো কিলোমিটার পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার হয়। ইপিআইসি কেএপি পিওটি একেএইচআই জেভি নামে ঢাকার একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এর কাজ পায়। এলজিইডির আম্পান প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ কোটি ৭২ লাখ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এই সড়কটি পুনর্নির্মাণের জন্য।

দরপত্র আহব্বানের দেড় বছরেও পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মাঝে।

সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ। প্রায়ই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। সড়কের বিভিন্ন

স্থানে খোয়া উঠে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দ আর গর্তের। অনেক স্থানে বর্ষার পানি জমে তলিয়ে গেছে সড়ক।

চুয়াডাঙ্গায় তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীর মানবন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির ট্রেণিং সেন্টার নির্মাণের জন্য তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ করার প্রতিবাদে গ্রামবাসী মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে।

শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের হায়দার পুর ও জাফরপুরের তিন ফসলি জমির মাঠের মধ্যে এই মানববন্ধন করে গ্রামবাসী।

চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দুরে ঝিনাইদহ সড়কে ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর। ওখানে বিজিবি ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৬ বিজিবি। তবে কৃষকদের দাবী, জাফরপুর ও হায়দারপুরের ৩৮ ও ৩৯ নং মৌজার যে জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে তা তিন ফসলি জমি। তাঁরা এ জমি অধিগ্রহণের জন্য দিতে রাজি নয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কৃষক রজব আলী, রবিউল, সেহেল, আক্কাসসহ অনেকে। তারা বলেন, এ গ্রামের মানুষেরা চাষাবাদ ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। এ এলাকায় ধান, ভুট্টা, পান, ডাল ফসল, আলু, কপি এবং খেজুর গাছের রস উৎপাদন হয়। এখানে ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য বসত বাড়ীসহ প্রায় ৩০০ বিঘা জমি অধিগ্রহন করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের এ জমিতে ১৪ মাসে ৪টি ফসল উৎপাদন হয়। বিভিন্ন সময়ে আমাদের এই দুই গ্রাম থেকে স্টেডিয়াম করার জন্য ৫০ বিঘা, বিজিবি ক্যাম্প করার সময় সাড়ে ৩শ বিঘা, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করার জন্য ১৫ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় গ্রামবাসী আরও বলেন যদি অধিগ্রহণ নামা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মানববন্ধন চালিয়ে যাবে।

শৈলকুপায় নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুলের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের রতনাট গ্রামে এলাকাবাসীর ব্যানারে তার সমর্থকরা এই কর্মসূচীর আয়োজন করে। ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় মাতব্বরসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ কর্মসুুচিতে অংশ নেয়।

এতে নব-নির্বাচিত ইউপি সদস্য তুহিন বিশ্বাস, সাবেক সদস্য কাজী মোহাম্মদ আলী, শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, স্থানীয় মাতব্বর চাঁদ আলী, ছবিরন নেছা, রুমি খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধন শেষে সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ৮ জানুয়ারি বগুড়া ইউনিয়নের আওধা গ্রামে কল্লোল খন্দকার নামের এক যুবক নিহত হয়। ঘটনার সময় বিনা ভোটে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল শৈলকুপা উপজেলা আইনশৃৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থিত থাকলেও তাকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি ষড়যন্ত্র দাবী করে বক্তারা দ্রুত এই মামলা প্রত্যাহার করে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান।

গাংনীতে জোড়া খুনের আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরেরর গাংনী উপজেলার লক্ষ্মীনারয়নপুর ধলা গ্রামের একই পরিবারের তিনভাইকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি ও নিহতের পরিবার।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধনের আয়োজন করেন এলকাবাসী ও নিহতের পরিবার। স্থানীয় ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নিহত জাহারুল ইসলামের মেয়ে চম্পা আরা খাতুন, এলাকাবাসী কামরুজ্জামান পল্টু, দিপ্তি, এনামুল হক সহ স্থানীয়রা।

বক্তব্যে এলকাবাসী জনায়. ধলা গ্রামের আতিয়ার রহমান ও তার লোকজন একের পর এক একই পরিবারের এনামুল হক লইলো, জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে প্রকাশ্যে পুর্ব পরিকল্পিতভাবে খুন করে। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই লইলো মিয়াকে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। এবিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার রহমান। উক্ত মামলা তুলে নিতে মামলার বাদী আজমাইন হোসেন টুটুলকে হুমকি দেয় আতিয়ার গং। মামলা তুলে না নেয়ায় পুর্ব পরিকল্পিত ভাবে আতিয়ার গং জামিনে থেকে গত ৮/১১/২০২১ ইং তারিখ সকাল ৯ টার সময় জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম দুই ভাইকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়।

এবিষয়ে গাংনী থানায় দুটি হত্যা মামলা দায়ের হলে ৬৬ জন আসামীর মধ্যে কয়েকজন আসামী গ্রেপ্তার হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য অন্তবর্তীকালিন জামিন নেয় ৫৬ জন। ৪ সপ্তাহের জামিন সময় পার হলে মেহেরপুর নিম্ন আদালতে আত্নসমর্পন করেন তারা। মামলার ৫৬ আসামী বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।

নিহত জাহারুলের স্ত্রী শেফালী বলেন, আমার স্বামীকে হত্যার পর তারা আমাদের গ্রাম ছেড়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে । আমরা এখন নিরাপত্তহীনতায় দিন কাটায়। নিহত সাহাদুলের স্ত্রী জামিরন নেছা বলেন, আমার স্বামী ও দুই দেবর কে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। যে কোনো সময় আমাদের ওপর আবারও হামলা করতে পারে। আমাদের পরিবারের পর্যায়ক্রমে তিনজনকে একেরপর এক খুন করে তারা গ্রামের বুক উচিয়ে বেড়ায়। এবং তারা আমাদের বংশের কাউকে বাঁচিয়ে রাখবেনা

বলেও হুমকি দেয়। আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনকে আতিয়ার বাহিনীর হাতে রক্ষা করতে পারছিনা। তারা দুর্ধর্ষ বলে এলকার কেউ তাদের ভয়ে মুখ খূলতে পারেনা। যারা আমাদের পরিবারের তিনজনকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে তাদের ফাঁসির দাবী করেন নিহতের পরিবারসহ এলাকাবাসী।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক অহিংসতা দিবস পালিত

“গাংনীতে আন্তর্জাতিক অহিংসতা দিবস পালিতঅহিংসতার প্রথম নীতিই হলো অমার্যাদাকে প্রত্যক্ষাণ করা, নিস্ক্রিয় থেকে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করা যায়না” ভারতের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্না গান্ধির এ উক্তিকে সামনে নিয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অহিংসতা দিবস।

দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ শনিবার (২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে এক দীর্ঘ মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় পিচ ফ্যাসিলেটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী শাখার আয়োজনে এ মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাস্টার, জাতীয় পার্টি (জাপা) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আব্দুল বাকী, গাংনী উপজেলা বিএনপির গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দাল হক, জাতীয় পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি বাবলু

রহমান, সাধারণ সম্পাদক জান মহাম্মদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির (মার্কসবাদী) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আবুল হাসেম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন, পিএফজির অ্যাম¦◌াসেডর আফরোজা বানু, সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সমাজের হিংসা বিদ্বেস ভুলে এক সাথে কাজ করাই ছিল ভারতের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্নাগান্ধির দর্শন। তার অহিংস দর্শনের এই অহিংস রাজনীতিই পারে সমাজের সৃংখলা ফিরিয়ে আনতে। আমাদের সকলের উচিৎ সমাজ বির্নিমানে মহাত্নাগান্ধির সে দর্শণে পথ চলা।

মানববন্ধনে উপস্থাপনা করেন পিএফজির সদস্য ও করমদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আবু সায়েম মহাম্মদ পল্টু। মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই কমিটি বাতিলের দাবিতে এবার মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা।
রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মালেক এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন।

মানববন্ধনে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মালেক বলেন, জামুকার ১৮/০৪/১৯ ইং তারিখের স্মারকে গঠিত সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটিতে মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবিরের নাম ছিলনা। গত ৩০ জানুয়ারি ২১ ইং তারিখে গেজেটভুক্ত

মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে দুইবার যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবিরের নাম এসেছিল। কিন্তু পরের বার মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবিরের নাম বাদ যায়। আশ্চর্যজনকভাবে ওই বিতর্কিত ব্যক্তিকে আবার যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি করা হলো।

মুক্তিযোদ্ধা মালেক বলেন, এ পর্যন্ত যারা সনদের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন, তাদের অনেককে মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ন কবির সনদ দিয়েছেন। যিনি সনদ দিয়েছেন আবার তিনিই যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘জি হুজুর, ইয়েস স্যার, জি স্যার’ বাদ দিয়ে বাস্তবতায় ফিরে আসুন। নেতাদের মিথ্যা তথ্য দিবেন না। এইসব ঘটনা এড়িয়ে যাবেন না। এই মানববন্ধন কর্মসূচীতেও যদি কমিটি বাতিল না হয় তাহলে আরো কঠিন কর্মসূচী দেওয়ার হুশিয়ারি দেন তিনি।

মানববন্ধনে মুক্তিযোদ্ধা উজির আলী, আনোয়ার হোসেন, সেলিম আক্তার, আবুল হোসেন, আহাদ আলী, আফজাল হোসেন, শুকুর আলী, জালাল উদ্দিন, আবু তাহের, নাজিম উদ্দিন, মিনহাজ উদ্দিন, সুলতান আহমেদ, মুসা করিম, কাসিদুল ইসলাম, বজলুল হক, সিরাজুল ইসলাম, তৌফিক আলী, আঃ লতিফ, ইঞ্জিঃ নুরুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হোসেন মাস্টার, সিনিঃ ওয়ারেন্ট অফিসার চাঁদ আলী (অবঃ), খোরশেদ আলমসহ প্রায় ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন।

এর আগে গত বুধবার সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেন।

গাংনীতে ফরম পূরণের দাবিতে বিএন কলেজের এইচএসসি

পরীক্ষার্থীদের মানববন্ধন

গাংনীর ভাটপাড়ায় ফর্ম পূরন করার দাবিতে মানব বন্ধন করেছে বিএন কলেজের এইচ এসসি পরিক্ষার্থীরা।

শনিবার দুপুরে বিএন কলেজের সামনের সড়কে মানববন্ধন করেন তারা। মানববন্ধনে কলেজের প্রায় শতাধিক পরিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বিএন কলেজের ২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী আব্দুল হাকিম বলেন, ৩০ আগস্ট তারিখ ফরম পূরণের শেষ সময় সীমা। সামনে মাত্র দু’টি দিন রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণ করতে পারে নাই। বিএন কলেজের অধ্যক্ষ আ.ফ.ম. আলিমুজ্জামান বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি করে বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন। তিনি ইআইআইএন—১১৮২৫৪ এর পাসওয়ার্ড না দেওয়ায় এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং পরীক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে পড়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ চান তারা।

শিক্ষার্থী শারমিন সুলতানা ও মুন্নি খাতুন জানান, আমাদের সাথে কোন দিনও অধ্যাক্ষ স্যার ভালো ব্যাবহার করেননি এবং আমাদের উপবৃত্তির টাকা পর্যন্ত তিনি আত্নসাৎ করেছেন। তিনি নিয়মিত কলেজে আসতেন না। কিন্তু যেদিন আসতেন সকলের সাথে খারাপ আচরন করতেন। আমারা সেই শিক্ষকের কাছে কি শিক্ষা অর্জন করতে পারবো তা আমাদের জানা নাই।তবে আমাদের এত কিছুর পরেও কোন আপত্তি ছিলনা যদি না সে আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতো, সে আমাদের জীবন শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কিন্তু আমরা এখন নিরুপায় এর সঠিক বিচার চাই।

অভিভাবকদের মধ্য থেকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম জানান, সন্তানদের ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে বরখাস্তে থাকা অধ্যক্ষ আ.ফ.ম আলিমুজ্জামানকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। অন্যথায় তার কারণে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হলে তাকেও আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। একই কথা জানিয়েছেন উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুল আজিজ ও ভাটপাড়া (কুঠি) গ্রামের মজনুর রহমান।

ফরম পূরণের দাবিতে মানববন্ধন

মানববন্ধনে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইজারুল ইসলাম বলেন, অধ্যক্ষ আ.ফ.ম আলিমুজ্জামান দুর্নীতি করে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির ৪০ হাজার ৫শত টাকা, শিক্ষক— কর্মচারীদের নিকট থেকে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ও কলেজের আয়কৃত ১ লক্ষ্য ৪১ হাজার ৪৭০ টাকাসহ সর্বমোট — ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯ শত ৭০ টাকা হাতিয়ে নেয়। এ বিষয়ে বর্তমান কলেজ কর্তৃপক্ষ যশোর বোর্ডের আরবিট্রেশন বোর্ডে ০৫/০১/২০২১ ইং তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যার আইডি নং—৪২৪৬।

তিনি বলেন, সেই সাথে মেহেরপুর বিজ্ঞ আদালতে একটি মামলা চলমান রয়েছে যার নং— সিআর—১২৬/২০২১ তারিখ ২৮/০৩/২০২১ ইং। তাছাড়া অধ্যক্ষ আ.ফ.ম আলিমুজ্জামান এর নিয়োগের রেজুলেশনে বহিতে ভিন্ন ভিন্ন রেজুলেশন দেখা গেছে। সে বিষয়েও জটিলতা রয়েছে।
তিনি আরো বলেন এ জটিলতা থেকে পরিত্রান পেতে ১৮/০৭/২০২১ ইং তারিখে যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অ্যাড্রেস করে— মেহেরপুর জেলা প্রশাসক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সভাপতি বরাবরে অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ২৯/০৭/২০২১ ইং তারিখে কলেজ পরিদর্শক বরাবরে পুনরায় একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর ১৭/০৮/২০২১ ইং তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা সচিব, যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান, খুলনা বিভাগের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ও যশোর বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক বরাবরে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহবুব উল আলম আরো বলেন, অধ্যক্ষ আ.ফ.ম আলিমুজ্জামানকে যাতে চূড়ান্ত বরখাস্ত না করা য় সে জন্য চলতি মাসের ৩০ তারিখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের শেষ সময়সীমা থাকলেও (ইআইআইএন—১১৮২৫৪) এর পাসওয়ার্ড ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাহবুব উল আলমকে না দিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। ফলে শতাধিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চতার ঝুঁকিতে পড়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ চান শিক্ষার্থী— অভিভাবক ও শিক্ষক মন্ডলী। অন্যথায় অধ্যক্ষ আ.ফ.ম আলিমুজ্জামান এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলাসহ ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

সাংবাদিক রোজিনার মুক্তির দাবীতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশী নারী সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে হেনস্তা ও আটকের প্রতিবাদ এবং নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মেহেরপুর শহরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
আধাঘণ্টাব্যাপী আয়োজিত এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে মেহেরপুরে কর্মরত সকল সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।
মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তাগণ বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক এবং সারাদেশে সাংবাদিক নির্যাতন খুন গুন মামলা হামলা হয়রানির প্রতিবাদ ও ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যক্ট বাতিল করা হোক।
তাছাড়াও সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম রাষ্ট্রের কর্মচারীদের দুর্নীতি ঠেকাতে সরকারকে সহায়তা করেছিল কিন্তু তাকে চোরদের পক্ষালম্বন দুঃখজনক।

ফিলিস্তিনিদের উপর হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

জেরুজালেম ও গাজায় ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলী হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।
বৃহস্পতিাবর সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাম গণতান্ত্রিক জোট। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে গণতান্ত্রিক জোটের শাখার নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।
এসময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কমরেড স্বপন বাগচি, সাবেক সভাপতি কমরেড কাজী ফারুক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসক) জেলা সমন্বয়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, ওয়ার্কাস পার্টি (মার্কসবাদী) জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহিদুল এনাম, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ জেলা সমন্বয়ক কমরেড মিজানুর রহমান, যুব ইউনিয়ন জেলা শাখার সভাপতি আবু তোয়াব অপু, ছাত্র ইউনিয়ন জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিটুল,

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জেলা শাখার সভাপতি শারমিন সুলতানা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাসদ নেতা কমরেড আসাদুর রহমান। বক্তারা কর্মসূচী থেকে ইসরায়েলী হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহবান জানান।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তিসহ ১১ দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা এ আয়োজন করে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সামাদ শফি, সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, ফারহানা মুর্শিদা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, অর্থ-সম্পাদক নার্গিস আক্তার, প্রচার সম্পাদক সালমা খাতুন, সদস্য কবির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, রেশমা রহমান, রিজভী আহমেদ ও আব্দুল হান্নান।

বক্তারা, প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সম্মিলিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিও প্রদান, স্বীকৃতির তারিখ হতে শতভাগ বেতন ভাতা ও সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিত, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা সহ ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

পরে নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেন। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলার সকল শিক্ষক কর্মচারীরা অংশ নেয়।